



221754 - পবিত্র প্রাণী ও অপবিত্র প্রাণী কোনগুলো?

প্রশ্ন

পবিত্র প্রাণী ও অপবিত্র প্রাণী কোনগুলো?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মূলনীতি হলো: সব বস্তু ও সৃষ্টজীব স্বভাবতই পবিত্র। কোনো কিছুকে নাপাক বলা যাবে না, যতক্ষণ না তার নাপাক হওয়ার ব্যাপারে শরয়ী দলিল পাওয়া যায়।

প্রাণীরা বিভিন্ন প্রকার ও জাতের। তাদের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কে আলমেদরে মধ্যমতভদে রয়েছে। এ বিষয়ে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১- যসেব প্রাণীর গণেশত খাওয়া হালাল সগুলো পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলমেদরে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে।

ইবনে হাযম বলেন: “যসেব প্রাণীর গণেশত খাওয়া যায়, সগুলো পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভদে নই। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

‘তিনি তাদের জন্য ভালো খাদ্যসামগ্রী হালাল করেন এবং খারাপ খাদ্যসামগ্রী হারাম করেন।’ অতএব যা হালাল তা-ই ভালো। আর যা ভালো তা নাপাক হতে পারে না; বরং তা অবশ্যই পবিত্র।” [আল-মুহাল্লা (১/১২৯)]

ইবনে মুনযরি বলেন: “সব আলমে এ মরমে ইজমা (ঐক্যমত) পোষণ করছেন যে: যসেব প্রাণীর গণেশত খাওয়া যায় তাদের উচ্ছৃষ্ট পানীয় (সু’র) পবিত্র। তা পান করা ও তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা জাযয়ে।” [আল-আওসাত: (১/২৯৯)]

সু’র (سُور) অর্থ: কোনো পানীয়ের অবশিষ্টাংশ। [দখেুন, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত (৩/১৩২)]

২- যসেব প্রাণীর রক্ত (নফস) প্রবাহিত হয় না, সগুলো পবিত্র। যমেন: মাছ, পঙ্গপাল, পঁপড়া, মটোমাছ, বচ্ছু, তলোপোকা, গুবরে পোকা, মাকড়সা ইত্যাদি।

এখানে ‘নফস’ বলতে রক্ত বোঝানো হয়েছে। এসব পোকামাকড়ের প্রবহমান রক্ত নই।

এদরে পবিত্রতার প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস: “তোমাদের কারো পাত্রে যদি মাছি পড়ে তবে সে যেন পুরো মাছটিকে ডুবিয়ে দেয়, তারপর মাছটিকে ফেলে দেয়। কেননা তার এক ডানায় আছে নরিময়ক এবং অন্য ডানায় আছে রোগ।” [হাদীসটি বুখারী (৫৭৮২) বর্ণনা করেন] যদি মাছি নাপাক হতো তবে মাছকে পাত্রের মধ্যে ডুবানোর আদেশে করা হতো না।

ইবনুল কাইয়ুমি বলেন: “এ হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ যে, মাছি যদি পানি বা তরল পদার্থে মারা যায় তখন মাছি সটোকে নাপাকে পরণিত করে না। এটাই অধিকাংশ আলমের মত। এ বিষয়ে সালাফদের মধ্যে কোনও বিরোধী মত জানা যায় না।

এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণের দিক হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাছকে খাবারের মধ্যে ডুবাতো আদেশে করছেন। এ কথা সুবদিতি যে, এতে করে মাছটি মারা যাবে। বিশেষতঃ খাবার গরম হলে। যদি মাছি নাপাকে পরণিত করত তাহলে এটি খাবার নষ্ট করার আদেশে হতো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারকে সংশোধন করার আদেশে দিচ্ছেন; নষ্ট করার নয়।

পরবর্তীতে এ বিধান এমন সব প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে যাদের প্রবহমান রক্ত নই। যমেন: মটোমাছি, বোলতা, মাকড়সা ইত্যাদি।” [সমাপ্ত] [যাদুল মা’আদ (৪/১০১)]

৩- যসেব প্রাণী মানুষের সঙ্গতে বেশি মিলোমশো করে এবং যাদের থেকে বঁচে থাকা কঠিন তারা পবিত্র; যদিও সগেলোর গাশত খাওয়া হালাল নয় কথিবা সগেলো হিংস্র প্রাণী হয়। যমেন: বড়িল, গাধা, খচ্চর, ইঁদুর এবং ঘরে বসবাসকারী অনুরূপ প্রাণী।

এর প্রমাণ কাবশা বনিতা কা’ব ইবনে মালকি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি ছিলেন আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্রবধূ। একদা আবু কাতাদাহ তার ঘরে গেলেন। কাবশা বলেন: আমি তাঁর জন্য অজুর পানি ঢালছিলাম। তখন একটি বড়িল এসে (সেই পাত্র থেকে) পানি পান করতে লাগল। তিনি পাত্রটিকে বড়িলটির দিকে কাত করে ধরলেন, যাতা সে (স্বাচ্ছন্দ্যে) পান করতে পারে।

কাবশা বলেন: তিনি আমাকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন।

তখন তিনি বললেন: ‘ভাতজি, তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছ?’

আমি বললাম: ‘হ্যাঁ।’

তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “বড়িল নাপাক নয়। সে তো তোমাদের মাঝে অধিক



আবর্তনকারীদরে ও আবর্তনকারীদরে অন্তর্ভুক্ত।”[চার সুনান প্রণতো হাদীসটি বর্ণনা করছেন। বুখারী, তিরমযী, উকাইলি ও দারাকুত্বনী সহীহ বলছেন]

‘হাদীসে “আবর্তনকারীদরে” বলতে বোঝানো হয়েছে: যারা আমাদের সঙ্গে চলাফেরা ও মলোমশো করে।’[আত-তামহীদ: (১/৩১৯)]

‘আবর্তনকারী (তাওয়াফুন) হলো এমন মানুষ, যারা একে অপরের কাছে বারবার আসে। আর ‘তাওয়াফাত’ (আবর্তনকারী) হলো: গৃহপালতি পশু, যগুলোর উপস্থিতি মানুষের মাঝে অধিক। যমেন: ভড়ো-ছাগল, গরু ও উট। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়িলকে এ দুই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করছেন। কারণ তা মানুষের সঙ্গে খুব বেশি মিশে। তিনি আধিক্যের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য تَفْعِيل এর শব্দরূপ ব্যবহার করছেন। কনেনা এটি আধিক্যের অর্থ বোঝায়।’[আইনীর শরহু আবদিউদ: (১/২২০)]

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করছেন যে, বড়িল নাপাক না হওয়ার কারণ হলো: এটি বাসাবাড়ীতে অধিক ঘরোয়াফরো করার প্রকৃতিতে অনবির্ঘ্য প্রয়োজনীয়তা। ফলে পাত্রকে এদরে থেকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। হাদিসের মর্ম হলো: বড়িল তোমাদের ঘরে ও বাসস্থানে ঘরোয়াফরো করে বড়িয়ে, তোমরা তোমাদের শরীর ও কাপড় দিয়ে তাদেরকে স্পর্শ কর। যদি বড়িল নাপাক হতো তাহলে আমি তোমাদেরকে বড়িলকে এড়িয়ে চলার নির্দেশে দিতাম।’[সমাপ্ত][আউনুল মাবুদ: (১/১৪১)]

ইবনুল কাইয়্যামি রাহমাহুল্লাহ বলেন: “এ বিষয়ে শরীয়তের বধিান পরপূর্ণ প্রজ্ঞা ও কল্যাণে ভরপুর। যদি বড়িল ও অনুরূপ প্রাণীকে নাপাক বলা হতো তবে উম্মতের উপর চরম কষ্ট আরোপ হতো। কারণ এ ধরণের প্রাণী দিন-রাত মানুষের ঘরে, বহির্নায়ে, কাপড়চোপড়ের মধ্যে ও খাবারদাবারের মধ্যে ঘরোয়াফরো করে।”[ই‘লামুল মুওয়াক্কসিন: (২/১৭২)]

বড়িল পবিত্র হওয়ার মতটি ‘মদনি, কুফা, শাম, হজিয ও ইরাকের ফকীহবৃন্দ ও মুহাদ্দসিদরে মত।’[আল-আওসাত: (১/২৭৬)]

অতএব, বড়িল যদি কোনো পাত্র থেকে পান করে বা কোনো খাবার খায় তাহলে সেটা নাপাক হবে না।

বড়িলের ওপর কযীস করা হবে সেই সমস্ত প্রাণীকেও যগুলো বড়িলের মত। অর্থাৎ যগুলো বড়িলের মতো মানুষের ঘরবাড়ীতে থাকে।

সুতরাং প্রত্যেকে যে প্রাণী মানুষের সঙ্গে অধিক চলাফেরা করে এবং যাদের থেকে বঁচে থাকা কঠিন সেগুলোর হুকুমও বড়িলের মতোই। তবে এ বধিানের একটি ব্যতিক্রম আছে। সেটি হচ্ছে কুকুর। যদিও কুকুর মানুষের মাঝে অধিক ঘরোয়াফরো করে তবুও শরীয়ত কুকুরকে নাপাক ঘোষণা করেছে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন: “হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হলো: বড়িলের পবিত্রতার কারণ হচ্ছে, তার থেকে বাঁচা কঠিন হওয়া।

কারণ সবে আমাদের আশপোশে ঘোরোফরো করে। যদি সবে নাপাক হতো তবে মানুষেরে জন্য কষ্ট হতো।

অতএব, হুকুমেরে ভিত্তি হলো: এমন ঘোরোফরো যা থেকে বাঁচা কষ্টকর। সুতরাং যবে প্রাণী থেকে বঁচে থাকা কঠিন; সেটো পবিত্র। এর ভিত্তিতে খচ্চর ও গাধাও পবিত্র। আর এটাই শক্তিশালী অভিমত, যা বহু আলমে গ্রহণ করছেন।”[আশ-শরহুল মুমতী (১/৪৪৪)]

অতএব, আলমেদেরে সঠিক মত অনুযায়ী গাধা ও খচ্চরকে বড়িলেরে সঙ্গে তুলনা করা হবে। তাই এদেরে উচ্ছৃষ্টি পানি ও ঘাম পবিত্র। এটি মালকৌ ও শাফযৌ মাজহাবেরে মত। কারণ উল্লখিত হতে এবং আরোহন করা ও বোঝা বহনেরে কাজে মানুষেরে এই প্রাণীগুলেরে প্রয়োজন হওয়া।

ইবনে কুদামা বলেন: “আমার কাছে সঠিক মত হলো: খচ্চর ও গাধা পবিত্র। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোতে আরোহণ করতেন, সাহাবীদরে যুগেও সেগুলো ব্যবহৃত হতো। যদি সেগুলো নাপাক হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্পষ্ট করে বলে দতিনে। আর এগুলো থেকে এগুলোর মালকিদরে বঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। তাই এগুলো বড়িলেরে মতটাই।”[আল-মুগনী (১/৬৮)]

শাইখ আবদুর রহমান আস-সাদী বলেন: “নিঃসন্দেহে সঠিক মত হলো: খচ্চর ও গাধা জীবতি অবস্থায় বড়িলেরে মতটাই পবিত্র। অতএব, এদেরে লালা ও ঘাম পবিত্র। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই এগুলোতে আরোহণ করতেন এবং তাঁর যুগেও এগুলোতে আরোহণ করা হতো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়িল সম্পর্কে বলেছেন: ‘এটি তোমাদের মাঝে অধিক ঘোরোফরো করে।’ তিনি এর কারণ হিসেবে বড়িলেরে অধিক ঘোরোফরোক উল্লখে করছেন এবং তা থেকে বঁচে থাকা কষ্টকর হওয়ার কথা বলেছেন। গাধা ও খচ্চরেরে ক্ষেত্রে এ কষ্ট আরও তীব্র।”[আল-মুখতারাতুল জালযিয়া: (পৃ. ২৭)]

৪- কুকুর ও শূকর: উভয়ই নাপাক।

শূকরেরে নাপাক হওয়ার প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

“বলুন, আমার প্রতী যবে বধিান নাযলি হয়েছে তাতে আমকিনোনে আহারকারীর জন্য কোনোটো খাদ্য হারাম পাই না, তবে মৃত প্রাণী বা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরেরে গণেশত ছাড়া; কারণ তা অপবিত্র।”[সূরা আন‘আম: ১৪৫]

শূকর নাপাক হওয়ার মতটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলমেরে মত।

ইবনে হাযম বলেন: “তারা (ফকীহরা) একমত যবে, শূকরেরে গণেশত, চর্বি, গলতি চর্বি, তরুণাস্থা, মগজ ও স্নায়ু সবই হারাম,

আর এগুলো সবই নাপাক।”[মারাতবিল ইজমা (পৃ. ২৩)]

নববী বলেন: “ইবনে মুনযরি আলমেদরে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করছেন যে, শূকর নাপাক। যদি এ ঐকমত্য প্রমাণিত হয়, তবে সেটাই সবচেয়ে শক্ত দলিল। তবে ইমাম মালকের মাযহাব হলো: শূকর জীবতি অবস্থায় পবিত্র।”[আল-মাজমূ‘(২/৫৬৮)]

আর কুকুরের নাপাক হওয়ার প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস: “তোমাদের কারো পাত্রের যদি কুকুর মুখ দিয়ে (চটে খায়), তবে এর পবিত্রতা হল: সাতবার ধোয়া; প্রথমবার মাটি দিয়ে।”[হাদীসটি মুসলিম (২৭৯) বর্ণনা করছেন]

খাত্তাবী বলেন: “এ হাদীসে যে ফকিহী বখান রয়েছে তা হলো: কুকুর সত্তাগতভাবে নাপাক। যদি সে নাপাক না হতো তবে কুকুরের মুখ দেওয়ার কারণে পাত্রকে ধোয়ার আদেশ করার কোনো অর্থ থাকে না। মূলতঃ পবিত্র করা হয় অপবিত্র অবস্থা (হাদাস) দূর করার জন্য অথবা নাপাকি (নাজাস) দূর করার জন্য। আর পাত্রের ক্ষেত্রে হাদাস (অপবিত্র অবস্থা) প্রযোজ্য নয়। অতএব বোঝা গলে, ধোয়ার নির্দেশ করা দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল নাপাকি (নাজাস) দূর করা।

যহেতু প্রমাণিত হলো যে, তার জহ্বা (যা দিয়ে সে পানি খায়) নাপাক এবং তা থেকে পাত্রকে পবিত্র করা জরুরী, সহেতু এটাও বোঝা গলে যে, কুকুরের দেহের অন্যান্য অংশও নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে কুকুরের জহ্বার মতোই। অতএব, কুকুরের দেহের যে অংশই কোনো কিছুকে স্পর্শ করবে সেটাকেই ধৌত করা ও পবিত্র করা ওয়াজবি।”[মা‘আলমুস সুনান: (১/৩৯)]

কিছু আলমে বলছেন: এ হাদীস কেবল তার লাল, থুতু ও মুখ নাপাক হওয়ার প্রমাণ করে। আর কুকুরের শরীরের বাকি অংশ মূল বখানের উপর বলবৎ থাকবে। আর তা হলো পবিত্র হওয়া। এটি হিনাফী মাযহাবের মত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ মতটি গ্রহণ করছেন।[দখেুন: মাজমূউল ফাতাওয়া: (২১/৫৩০)]

ইবনে দাককিলি ঈদ রাহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট করে বলছেন: কুকুরের পুরো দেহকে নাপাক বলা আলমেদরে ইজতহাদ; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি বক্তব্য নয়।

তিনি বলেন: “এতে স্পষ্ট হলো যে, হাদীসটি কেবল মুখের সাথে সম্পৃক্ত কিছু নাপাক হওয়া প্রমাণ করে। আর দেহের বাকি অংশ নাপাক হওয়া দলিল থেকে উদ্ভাবিত (ইস্তনিবাতকৃত)।”[ইহকামুল আহকাম: (পৃ. ২৪) থেকে সমাপ্ত]

কুকুরের সবকিছুকে নাপাক বলা এটি শাফয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অভিমত।

ইবনে কুদামা বলেন: “কুকুর ও শূকরের সর্বাঙ্গ, এদের ত্যাগকৃত বর্জ্য ও এদের থেকে যা কিছু বচ্ছিন্ন হয়; সবই নাপাক।”[আল-মুগনী (২/৬৭) থেকে সমাপ্ত]

ফতোয়া বৈয়াক স্থায়ী কমিটির নির্বাচতি মতও এটি। তারা বলেন: “কুকুর সর্ববৈ নাপাক; এর লাল ও অন্য সবকিছু।”[ফাতাওয়া আল-লাজনাহ (২৩/৮৯) থেকে সমাপ্ত]

৫- যসেব প্রাণী পূর্ববোক্ত শ্রণেবিভাগে পড়ে না সেগুলোর ব্যাপারে আলমেদরে মধ্যে মতভেদে রয়েছে। চাই সেই প্রাণী হিংস্র পশু হোক; যমেন- স্ত্রি, বাঘ, চিতা, নকেড়ে ইত্যাদি অথবা শিকারি পাখি হোক; যমেন- বাজপাখি, শকুন, ঈগল ইত্যাদি কথিবা এমন প্রাণী হোক যাদের গাশত খাওয়া যায় না, কিন্তু তারা হিংস্রও নয়; যমেন- হাতী, বানর ইত্যাদি ...।

- মালকে মাযহাব: জীবতি অবস্থায় সব প্রাণীই পবতির। এর ব্যতিক্রম কিছু নাই।
- হানারফ মাযহাব: শূকর ছাড়া সব প্রাণী পবতির।
- শাফে মাযহাব: কুকুর ও শূকর ছাড়া সব প্রাণী পবতির।
- হাম্বলি মাযহাব: কুকুর, শূকর, হিংস্র পশু ও হিংস্র পাখি নাপাক। আর বাকি সব পবতির।

এ ধরণের প্রাণী নাপাক হওয়া বা পবতির হওয়ার ব্যাপারে একাধিক হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো হয়তো দুর্বল অথবা সেগুলোর দ্বারা দলিল প্রদান সঠিক নয়।

এ প্রাণীগুলো পবতির হওয়ার পক্ষে সর্বাধিক শক্তিশালী যে প্রমাণ দেয়া হয় সেটি হলো:

মূল অবস্থাকে আঁকড়ে ধরা (অর্থাৎ সব কিছু মূলতঃ পবতির) এবং বড়িলের ওপর কবাস করা।

ইবনে আব্দুল বার বলেন: “বড়িল হিংস্র ও মৃত প্রাণীও খাওয়া সত্ত্বেও যহেতে সুন্নাহতে প্রমাণিত হয়েছে যে, বড়িল নাপাক নয়; এটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেকে জীবতি প্রাণীই মূলতঃ নাপাক নয়।” [আত-তামহীদ: (১/৩৩৬) থেকে সমাপ্ত]

আর এ প্রাণীগুলো নাপাক হওয়ার পক্ষে সর্বাধিক শক্তিশালী প্রমাণ হলো:

১- বড়িল হিংস্র হওয়া সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবতির বলছেন এবং কারণ হিসেবে উল্লেখ করছেন: “সে তোমাদের মাঝে ঘোরোফরো করে।”

এর থেকে বোঝা যায়, অন্য হিংস্র প্রাণী যারা এমন ঘোরোফরো করে না, তারা নাপাক। তা না হলে বড়িল ও অন্য হিংস্র প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করা অর্থহীন হয়ে যায়।

২- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস: তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি, যখন তাঁকে মরুভূমির উন্মুক্ত প্রান্তরে থাকা পানি এবং তাত হিংস্র পশু ও অন্যান্য জীবজন্তুর যাতায়াত (বা পানি পান করা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল। তখন তিনি বলছিলেন: “যখন পানির পরিমাণ দুই কুল্লা (একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ) সমপরিমাণ হয়, তখন তা অপবিত্রতা বহন করে না।” যদি হিংস্র পশুর পান করা পানিকে নাপাক না করত তাহলে এই প্রশ্ন ও এর উত্তরে কোনও অর্থ থাকে না।

ইবনে তুরকমানি বলেন: “এই হাদিসটির বাহ্যিক মর্ম হল: হিংস্র পশুর উচ্ছৃষ্ট নাপাক। কারণ যদি তা না হতো তাহলে এ

শর্ত যোগ করার কোনও অর্থ থাকে না।”[আল-জাওহারুন নাক্বী: (১/২৫০) থেকে সমাপ্ত]

তবে ইমাম নববী বলেন: “কউে কউে এ হাদিস দ্বারা হিন্স্র পশুর উচ্ছষিট নাপাক হওয়ার পক্ষযে প্রমাণ পশে করেনে। যহেতু হাদিসে এসছে: ‘তাতে হিন্স্র পশু ও অন্যান্য জীবজন্তুর যাতায়াত’। কনিতু এ কথায় এমন কোনও প্রমাণ নহে। কারণ সাধারণত হিন্স্র পশু যখন জলাশযে আসে তখন এরা জলাশযরে ভতেরে নমে যায় ও এতযে প্রস্রাব করে দযে। পশুগুলোর পা ও দহে সাধারণতঃ নাপাক থকে মুক্ত থাকে না। এ কারণে তারা প্রশ্ন করছেলিনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদরেকে একটি সাধারণ নযিম বলে দনে: পানি যদি দুই কুল্লা সমপরমিাণ হয় তাহলে তাতে নাপাকি পড়লেও পানি নাপাক হয় না। সাধারণতঃ মরুদ্যান ও জলাশযরে পানি দুই কুল্লার কম হয় না।”[আল-ঈজায ফি শিরহি সুনানি আবদিউদ: (পৃ. ২৮৭)]

এছাড়া উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরি বলেন: “দুই কুল্লার হাদিস হিন্স্র পশুর উচ্ছষিট নাপাক হওয়া প্রমাণ করে না, যমেনটি তারা (নাপাক দাবকারীরা) ধারণা করছেন। প্রশ্নরে কারণ ছিল এই যযে, সাধারণত হিন্স্র পশু পানতিে নমে যায়, প্রস্রাব করে দযে এবং এদরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্রাব ও মলরে নাপাকি থকে মুক্ত থাকে না।”[মরিআতুল মাফাতীহ: (২/১৮৫)]

ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটির আলমেরা পবত্রিতার মতটকিহে গ্রহণ করছেন। তারা বলেন: “সঠকি মত হলো: হিন্স্র পশু; যমেন- নকেডে, বাঘ, সথিহ এবং শকারি পাখি; যমেন- বাজপাখি, চলি ইত্যাদি পবত্রি।... আর এ অভমিত শরঈ দললিসমূহরে সাথে সামঞ্জস্যপূরণ।”[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (৫/৩৮০), শাইখ ইবনে বাযরে সভাপততিব]

শাইখ ইবনে উছাইমীনও এ মতকে প্রাধান্য দযিছেন। তিনি বলেন: “সঠকি মত হলো: এগুলো পবত্রি। কারণ যদি আমরা এগুলোকে নাপাক বলি তবে মানুষরে জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। মরুপ্রান্তরে অনকে পানরি গরত দুই কুল্লার কম হয়। আর নঃসন্দহে হিন্স্র পশু ও পাখরি সখোন থকে পান করে। যদি আমরা বলতি নাপাক তবে মানুষরে জন্য বড় কষ্টকর হয়ে যাবে। আর আমাদের কাছে অগ্রগণ্য মনে হয় যযে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনরে পানরি পাশ দযিে গমন করতনে এবং এ পানি দযিে অজু করতনে।”[আত-তা’লীকাত আলাল কারফি: (১/৪১), শামলো সংস্করণ অনুসারে]

সারকথা:

জীবতি অবস্থায় সব প্রাণীই পবত্রি; সটো গশেত খাওয়া যায় এমন প্রাণী হোক বা হিন্স্র পশু হোক বা পোকামাকড় হোক বা অন্য কছু হোক। এ বধিান থকে কেবেল দু’টি প্রাণী ব্যতক্ৰিম: কুকুর ও শূকর। এ দু’টি প্রাণী নাপাক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।